যায়যায়দিন

তারিখ 31 JAN 2008
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

9 Report

ক্লাস রুমের তীব্র সঙ্কট : শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মধ্যে ক্ষোভ

আটকে আছে ইডেন কলেজের উন্নয়ন কাজ

ইডেন রিপোর্টার

নানা জটিলতা পার হয়ে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে একাধিকবার। তড়িঘড়ি করে কাজও শুরু হয়েছিল। কিন্তু প্রতিবারই অপ্রতুল আর্থিক বরাদ্দের অজুহাতে মাঝপথে বন্ধ হয়ে গেছে ইডেন মহিলা কলেজের একাধিক অবকাঠামোর উন্নয়ন কাজ।

কলেজ সূত্রে জানা গেছে, ক্লাসরুমের তীব্র সঙ্কটের কারণে ফ্যাসিলিটিজ ডিপার্টমেন্টের কাছে ১০ তলা বিশিষ্ট নতুন একাডেমিক বিল্ডিং নির্মাণের প্রস্তাব দেয়া হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে ২০০৫ সালের মার্চে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদফতর প্রাথমিকভাবে ছয়তলা বিল্ডিং নির্মাণের কাজ শুরু করে। চুক্তি অনুযায়ী ২০০৬ সালের মে মাসের মধ্যে বিল্ডিংটি কলেজ অথরিটির কাছে হস্তান্তরের কথা। কিন্তু ২০০৭ সালের মার্চে দ্বিতীয় তলা পর্যন্ত নির্মাণের পর অপর্যাপ্ত বরাদ্দের অজুহাত দেখিয়ে নির্মাণ কাজ স্থগিত করা হয়।

দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে থাকার পর পুরনো ছাত্রী হস্টেলের সংস্কার কাজও শুরু হয় গত বছরের সেপ্টেম্বরে। এক মাস পর একই কারণে তাও বন্ধ হয়ে যায়। ২০০৭ সালের মাঝামাঝি সময় ১০ তলা বিশিষ্ট নতুন ছাত্রী হস্টেলের নির্মাণ কাজ শুরু হওয়ার কথা ছিল। সাইট সিলেকশন সংক্রান্ত জটিলতার কারণে এটির কাজও এখন বন্ধ।

ইডেন কলেজের প্রিন্সিপাল প্রফেসর ইয়াসমীন আহমেদ যায়যায়দিনকে বলেন, রুম সঙ্কটের কারণে শিক্ষার্থীরা নিয়মিত ক্লাস, টিউটোরিয়াল, ল্যাব ওয়ার্ক করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, যা সার্বিকভাবে কলেজের শিক্ষার মানের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। নির্মাণাধীন বিল্ডিংগুলোর কাজ দ্রুত শেষ করার জন্য বারবার অনুরোধ করার পরও সংশ্লিষ্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে পর্যাপ্ত সহযোগিতা পাওয়া যাচ্ছে না। নির্মাণাধীন বিল্ডিংগুলোর কাজের ধীরগতিতে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মধ্যে ক্ষোভ ও হতাশা দেখা দিয়েছে।

জানা গেছে, ক্লাসরুমের তীব্র সঙ্কটের কারণে কলা ও বাণিজ্য ফ্যাকাল্টির ডিপার্টমেন্টগুলোতে প্রায়ই ক্লাস সাসপেন্ড করতে হচ্ছে। বাংলা, ফিলসফি, ইসলামিক হিস্ট্রি, হিস্ট্রি, হোম ইকনমিক্স, ম্যানেজমেন্ট, মার্কেটিং, একাউন্টিং, ফিনান্স ডিপার্টমেন্টে ক্লাসের জন্য কোনো রুম বরাদ্দ করা সম্ভব হয়নি। এ কারণে বিজ্ঞান অনুষদের বিভাগগুলোতে অত্যাবশ্যকীয় হওয়া সত্ত্বেও মাস্টার্সের জন্য পৃথক ল্যাব দেয়া সম্ভব হচ্ছে না। নতুন একাডেমিক বিল্ডিং নির্মাণ হলে এ সমস্যার বহুলাংশে সমাধান হতো বলে মনে করেন শিক্ষার্থীরা।

১৯৯৮ সাল থেকে নির্মাণাধীন ছয় তলা বিশিষ্ট ৫ নাম্বার বিল্ডিংয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য ক্যাফেটারিয়া, কমনরুম, ছাত্র সংসদ, বিজ্ঞান ক্লাব ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠনের অফিস বরাদ্দের কথা। ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের দুই বছর পর মাত্র এক তলার নির্মাণ কাজ শেষ হয়। ২০০১ সালে আবার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের পর বর্তমানে তৃতীয় তলা পর্যন্ত নির্মাণ করা হয়েছে।

ইডেন কলেজের বিজ্ঞান ক্লাবের সভাপতি প্রফেসর হোসনে আরা বলেন, ৫ নাম্বার বিল্ডিংয়ের নির্মাণ কাজ শেষ হলে ক্লাবের জন্য একটি অফিস পাওয়া যাবে। কিন্তু নির্মাণ কাজ বারবার বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সেই আশা এখন হতাশায় পরিণত হয়েছে।

বারবার নির্মাণ কাজ বন্ধের কারণ হিসেবে কন্সট্রাকশন ফার্মের পক্ষ থেকে অপ্রতুল বরাদ্দের কথা বলা হলেও তাদের এ যুক্তি মানতে রাজি নন শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা। তারা অভিযোগ করেন, ১৯৯৮ বা ২০০৫ সালে নির্মাণ সামগ্রীর দাম যা ছিল, বর্তমানে একই জিনিসের দাম দ্বিগুণেরও বেশি। একই কাজ একাধিকবার শুরু করার জন্যই স্বাভাবিকভাবে নির্মাণ ব্যয় বেড়ে বরাদ্দ বাজেট অতিক্রম করছে।

এ ব্যাপারে ফ্যাসিলিটিজ ডিপার্টমেন্টের ঢাকা জোনের অ্যাসিস্টান্ট ইঞ্জিনিয়ার মোঃ মাইনউদ্দিন বলেন, কন্সট্রাকশন ফার্মের গাফিলতি, সাইট সিলেকশনের জটিলতা-এসব কারণে নির্মাণ কাজ শেষ করতে কিছুটা বিলম্ব হচ্ছে। বিল্ডিংগুলোর নির্মিত অংশের বাকি কাজ শেষ করতে দুই-তিন সপ্তাহ সময় লাগবে। এরপরই বিল্ডিংগুলো হস্তান্তর করা হবে।